আমার বন্ধু সোতু

লেখকঃ সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী
যোগাযোগঃ someswar@gmail.com
পরিচিতিঃ অধুনা অর্ধশতাব্দী ধরে পৃথিবী দাপিয়ে চলা সোমেশ্বরের জন্ম দিল্লী শহরে, বর্তমান নিবাস বার্মিংহাম, পেশায় ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার, নেশা গান আর পান। সুযোগ পেলেই আড্ডা দেন, আর বিচরণ করেন calcuttaglobalchat.net-এর creative section গুলোর পাতায়, আর কাজের খাতিরে নানা দেশ।

আজকে তোমাদের আমার এক বন্ধুর গল্প শোনাব। বন্ধুর নাম সত্যকাম, আমরা ওকে "সত্য কম" বলেই জানতাম। ডাকতাম সোতু। আর শুধু আমরা না, আমদের নেক্সট্ জেনারেশ্ন-ও সোতু বলেই ওকে চেনে।

এই সোতু একদিন দেখা গেল ন্যাড়া মাথা হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাজারে আমার সাথে দেখা, আমি তো দেখেই চমকে গেলাম। বুড়ো বাবা, হঠাৎ কিছু হল কিনা কে জানে। সোতু দেখি আমার মুখ চোখ দেখে হাসতে আরম্ভ করল। বলল, আরে সেরকম কিছু না, কলেজে attendance short হয়েছে, কি করি কি করি ভাবতে ভাবতে এই প্ল্যানটা মাথায় এল। সেলুনে গিয়ে সোজা ন্যাড়া হয়ে কাঁদ কাঁদ মুখ করে lecturer-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই ঠিক তোর মত চমকে গেল। বিষম খেয়ে জিজ্ঞেস করল কবে হল ইত্যাদি, আমিও কাঁচুমাচু মুখ করে জবাব দিলাম, কি আর করব, নয়তো পরীক্ষায় বসতে দেবে না। এখন কোন চিন্তা নেই, attendance clear। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে কি বললি? পরিষ্কার হেসে বলল, কি বলব? বললাম মাথায় খুশকি হয়েছিল, তাই ডাক্তার বলল ন্যাড়া হয়ে যেতে। শুধু বড়দা একটু doubt করছিল, ওটা ম্যানেজ করে নেব পরে।

আড্ডা চলছে, হন্তদন্ত হয়ে সোতু ঢুকল। বসেই লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আজকে যা বিপদে পড়েছিলাম না। কি ব্যাপার? আমরা জিজ্ঞেস করলাম। আর বলিস না, বাজারের পাশ দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় পেছন থেকে শুনি কেউ জিজ্ঞেস করছে, H 1330 টা কোথায়, একেবারে সাহেবি ইংরেজিতে। ঘুরে দেখি এক ভদ্রলোক আর তার সাথে দুজন পালিশ করা মহিলা। এখন তোরা তো জানিসই, আমর ইংরেজিটা একটু কাঁচা, হঠাৎ হঠাৎ আটকে যায়। কিছুই মাথায় আসছে না, বলে ফেললাম, follow me, ব্যাস, আর কি, সেই যে বললাম, তার জন্যে সেই একেবারে আধা কিলোমিটার এক্সট্রা হাঁটতে হল। একেবারে বাড়ির gate অবধি পৌঁছে দিয়ে তারপর ফিরছি। কোন মানে হয়?

এটা সোতুর নিজের মুখে শোনা, কাজেই সত্যি কিনা কোনও গ্যারান্টি নেই। তখন দিল্লীতে নতুন আইন করেছে, হেলমেট ছাড়া two wheeler চালানো যাবে না। যথারীতি সোতু ধরা পড়েছে ট্র্যাফিক পুলিশের হাতে। পুলিশটা আবার নাকি হরিয়ানার জাঠ। এদের সম্বন্ধে দিল্লীতে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় না, বিশেষত বুদ্ধিশুদ্ধি এবং লেখাপড়ার ব্যাপারে। এখন সোতু তো ধরা পড়েছে আর পুলিশ বাবাজীও খাতা পেন্সিল বার করেছে নাম ঠিকানা লেখার জন্য। সোতুকে নাম জিজ্ঞেস করতে সোতু বেমালুম বলল, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। উদ্দেশ্য হল পুলিশ ব্যাটা লিখতেই পারবে না। পুলিশ জিজ্ঞেস করল এটা আবার কি ধরনের নাম, সোতু বলল হাম লোক বাঙালী হ্যায়। পুলিশ বাবু নাকি একটু থমকে গিয়ে অনেক কষ্টে কোনরকমে কিছু একটা লিখল। লিখে জিজ্ঞেস করল পিতা কা নাম? সোতুর জবাব, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ। এবার নাকি পুলিশ বাবাজী একেবারে হাল ছেড়ে দিল। খাতা পেন্সিল রেখে দিয়ে বলল, ঠিক হ্যায়, আজ ছোড় দিয়া, আগে সে নহি করনা।

সোতু খুব ভালো গান গাইতো, এখনও গায়। মুড-এ থাকলে কর্নাটকী সুরে শ্যামাসংগীত গাইতো। আর একেবারে গাঁজাখুরি যতো গল্পের ঝুলি ছিল। এই জন্যে পাড়ায় বিয়ে লাগলেই বাসর জাগতে ওর খুব ডাক পড়তো আর সাথে আমরাও যেতাম। আমরা যখন আমাদের ব্যাণ্ড করলুম, যথারীতি আমাদের lead vocalist হল সোতু। আমাদের

রিহার্সাল-এ তাই গান হত কম আর আড্ডা হত বেশি। দেখতে ছোট খাটো চশমা চোখে, দেখে কেউ বুঝতে পারতো না ওই ছোট প্যাকেটে কি সাংঘাতিক explosive লুকিয়ে আছে।

এটা সোতুর ছোট বেলার গল্প, লোক মুখে শোনা। তখন class nine-ten এ পড়ে। পাড়ায় আড্ডাতে একটি নতুন ছেলে এসেছে, অবাঙালি, দিল্লীতে এরকম কিছু অবাঙালিরা বাঙালীদের আড্ডায় আসতো তখন, কোন common friend থাকলে। তা হোক, একদিন সোতু চায়ের দোকানে বসে আছে, সেই ছেলেটা এল। কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলার পরে পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে সোতুকে দিল আর বলল রাখ, কাজে দেবে। সোতু টাকাটা তো সটান পকেটে পুরল, পুরে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার, হঠাৎ আমাকে টাকা দিলি? ছেলেটা বলল, না শুনলাম, তোরা নয় ভাইবোন, বাবা মিলন সিনেমার গেটকিপার, সংসার চলে না, তাই আর কি। সোতু কিছু না বলে শুধু জিজ্ঞেস করে নিল, কে বলেছে, উত্তর এল গোপাল নাকি সে দিন কথায় কথায় এই খবরটা দিয়েছে। এখন বুঝতেই পারছ, এটা হল গোপালের সোতুর ওপর এক হাত নেওয়া। যাই হোক, এর ঠিক কদিন পরে, গোপালের বাবা, পাড়ায় বাজারে মাছ সব্জি ইত্যাদি কিনছেন, হঠাৎ কানে এল পাশে কয়েকটি অচেনা ছেলে বাংলায় কি বলছে। আবার বলছে ওনার ছেলে গোপাল কে নিয়েই। একজন বলছে, সে কি রে, কতদিন হল এরকম? আরেকজন বলল, ধরা পড়েছে তো দুই সপ্তাহ হল, কিন্তু বাড়িতে গোপাল কিছুতেই বলতে পারছে না। সে কি কেন কেন, কি হয়েছে, যা বলতে পারছে না, একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল; জবাব এল, আরে গোপাল-এর hernea হয়েছে, বলবে কি করে। এই শুনে গোপাল এর বাবার তো বাজার করা মাথায় চড়ে গেল, শিগ্‌গির বাড়ি ফিরেই গোপালকে দিলেন এক হাঁক। গোপাল হন্তদন্ত হয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। বাবা বললেন, কি হয়েছে? তুমি এতো বড় গাধা, অসুখ করেছে, বাড়িতে বলনি? আর না বলার কি হয়েছে, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? গোপালের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, সে যত বলে ওর কিছু হয়নি, বাবা ততই রেগে যান। শেষে সে যখন বুঝলো বাবা কোথা থেকে এই নিদারুণ সংবাদটি পেয়েছেন তখন নাকি সোতু বলে এক চিৎকার দিয়ে বেরিয়ে টানা সাত দিন ধরে সোতুকে খুঁজে বেড়িয়েছিল।

সোতু কে নিয়ে যত গল্প আছে, ততই আছে ওর নিজের বানানো গল্প। ওর একটা পোনুদি কে নিয়ে series আছে। পোনুদি হলেন ওর মার বান্ধবী। একটা sample দিচ্ছি। পোনুদির এক মেয়ে আছে, নামটা ভুলে গেছি, বিদ্যুতপর্ণা টাইপের কিছু। তা পোনুদির ধারণা, মেয়ে নাকি তার খুব সুন্দরী। বাকিটা পোনুদির জবানিতে, সোতুর মুখে – আর কৈয়োনা দিদি, বিদ্যুতডা জা সুন্দরি হৈসে না যে কি কমু। দ্যাশে গেসে, পুকুরে নামসে নাইতে, হঠাৎ এক বিশাল রুই মাস আইসা ভাইসা উঠসে বিদ্যুতের ঠিক পাসে, বিদ্যুত তো ভয় পাইয়া রুই ডারে চাইপা ধরসে, সে এক কান্‌ডো। কখন বিদ্যুত ওপোরে তো কখন রুই ভাসে ওপোরে। শ্যাসে রুই এর ওপোরে বিদ্যুত চইড়া বইসে, আর আমি জখন পুকুর পাড়ে পৌঁসাই, দেহি পুকুর পাড়ে কত্ত লোক, সবাই কইতাসে, দেখ দেখ মৎসকইন্যা দেখা যায়। গেরাম দ্যাশের লোক তো, বিদ্যুতের মত সুন্দরী তো আগে দেহে নাই, কি আর ভাববো।

আজ এই অবধি, পরে আবার সুযোগ পেলে হবে।